SEXUAL DISEASE
Easy Treatment In Homoeopathy

হোমিওপ্যাথিতে

যৌন রোগের সহজ চিকিৎসা

(যৌন রোগের চিকিৎসা শিখুন)

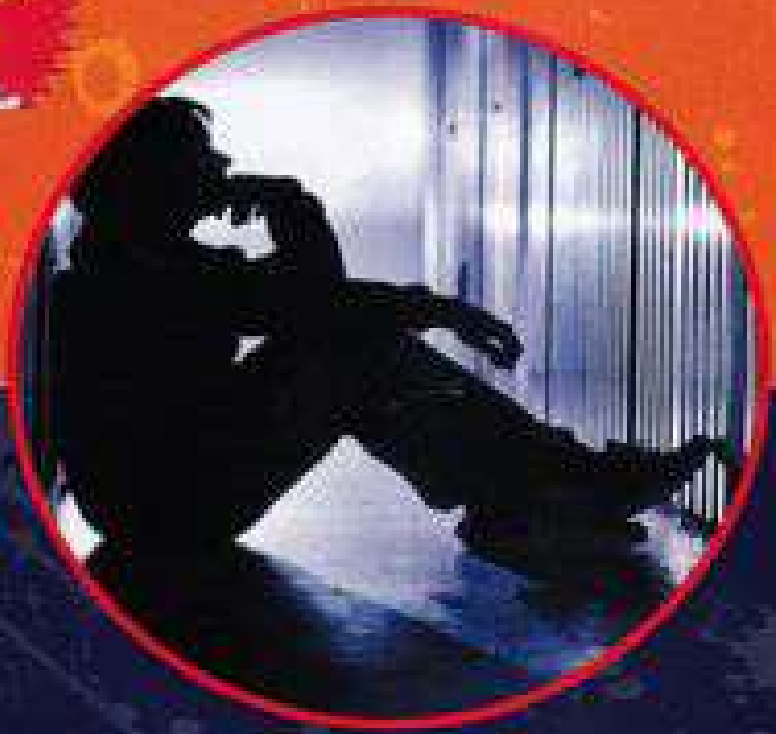

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী

সূচীপত্র

1.	Absinthium (এবসিন্থিয়াম)	৩২
2.	Acid-carboneum (এসিড কার্বোলিক)	৩২
3.	Acid-Floric (এসিড ফ্লোর)	৩৩
4.	Acid-Lactic (এসিড ল্যাকটিকাম)	৩৪
5.	Acid-Muriaticum (এসিড মিউরিকাম)	৩৫
6.	Acid-Niticum (এসিড নাইট্রিকাম)	৩৬
7.	Acid-Oxalicum (এসিড অক্সালিক)	৩৭
8.	Acid-Phosphoricum (এসিড-ফসফরিকাম)	৩৮
9.	Acid-Picricum (এসিড পিক্রিক)	৪০
10.	Acid-Sulphuricum (এসিড সালফ)	৪১
11.	Aconitum Napellus (একোনাইট ন্যাপ)	৪২
12.	Agaricus muscarius (এগারিকাস মাস্কেরিয়াস)	৪২
13.	Agnus castus (এগনাস ক্যাস্ট)	৪৪
14.	Allium-cepa (এলিয়াম সিপা)	৪৫
15.	Aloe-soco (এলো সক্রেটিনা)	৪৫
16.	Alumen (এলুমেন)	৪৬
17.	Alumina (এলুমিনা)	৪৭
18.	Ambra grisea (অ্যামব্রাগ্রিসিয়া)	৪৯
19.	Ammonium-carbonicum (অ্যামোনিয়াম কার্বো)	৪৯
20.	Ammonium-muriaticum (অ্যামোনিয়াম মিউরিয়েটিকাম)	৫০
21.	Anacardium Orintal (অ্যানাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল)	৫১
22.	Anantherum Muricatum (অ্যানান্থেরাম মিউরিকেটাম)	৫২
23.	Anthemis nobilis (অ্যান্থিমিস-নোবেলিস)	৫৩
24.	Antimonium crudum (এন্টিম ক্রুড)	৫৩
25.	Antimonium-tart (এন্টিম টার্ট)	৫৪
26.	Apis-Mellifica (এপিস মেলিফিকা)	৫৫

27.	Argentum-Metallicum (আর্জেন্টাম মেটালিকাম)	৫৬
28.	Argentum-Nitricum (আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম)	৫৭
29.	Arnica-Montana (আর্নিকা মন্টেনা)	৫৮
30.	Arsenicum-album (আর্সেনিক এল্বাম)	৫৯
31.	Arsenicum-Hyd0genisatum (আর্সেনিকাম হাইড্রো জেনিসেটাম)	৬১
32.	Arsenicum-Iodatum (আর্সেনিক আয়োডেটাম)	৬১
33.	Arundo mauritanica (এরান্ডো মরিট্যানিকা)	৬২
34.	Asclepias Tuberosaএ্যাসক্লিপিয়াস টিউবারোসা	৬২
35.	Astacus fluviatills (এসটেকাস ফ্লুভিয়াটলিস)	৬৩
36.	Asterias rubens (এষ্টিরিয়াস রিউবেন্স)	৬৩
37.	Aurum-metallicum (অরাম মেটালিকাম)	৬৪
38.	Aurum-muriaticum (অরাম মিউর)	৬৫
39.	Aurum-sul (অরাম সালফ)	৬৫
40.	Baryta Carbonica (ব্যারাইটা কার্বোনিকা)	৬৬
41.	Baryta muriatica (ব্যারাইটা মিউরিয়েটিকা)	৬৭
42.	Belladona (বেলেডোনা)	৬৮
43.	Berberis Vulgaris (বার্বেরিস ভালগেরিস)	৬৯
44.	Borax (বোরাক্স)	৭০
45.	Bovista (বোভিষ্টা)	৭১
46.	Bromium (ব্রোমিয়াম)	৭২
47.	Bryonia Alb (ব্রায়োনিয়াএ্যাল্বম)	৭৩
48.	Buforana (বিউফোরানা)	৭৪
49.	Cactus Grandi (ক্যাক্টাসগ্র্যান্ডি)	৭৫
50.	Cahinca (কেহিনকা)	৭৬
51.	Caladium (ক্যালাডিয়াম)	৭৭
52.	Calc- carbonica (ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা)	৭৮

53.	Calc-Phosphorica (ক্যালকেরিয়া ফস্ফোরিকা)	৮০
54.	Calc-sulphurica (ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা)	৮০
55.	Camp-off (ক্যাম্ফোরা অফিসিনেরাম)	৮১
56.	Cannabis-indica (ক্যানাবিস ইন্ডিকা)	৮২
57.	Cannabis-sativa (ক্যানাবিস স্যাটাইভা)	৮৩
58.	Cantharis (ক্যান্থারিস ভেসিকেটোরি)	৮৪
59.	Capsicum (ক্যাপ্সিকাম)	৮৬
60.	Carb-animalis (কার্ব্বো অ্যানিমেলিস)	৮৭
61.	Carb-oxygenisatum (কার্বোনিয়াম অক্সিজেনিসেটাম)	৮৮
62.	Carboneum-Sulpuratum (কার্বনিয়াম সালফিরেটাম)	৮৮
63.	Carboneum-Vegetabilis (কার্ব্বো ভেজিটেবিলিস)	৮৯
64.	Carlsbad Aqua (কার্লস্‌বাড একুয়া)	৯১
65.	Castoreum (ক্যাস্টোরিয়াম)	৯১
66.	Causticum (কষ্টিকাম)	৯২
67.	Cedron (সিড্রন)	৯৩
68.	Chamomilla (ক্যামোমিলা)	৯৪
69.	Chelidonium majus (চেলিডোনিয়াম)	৯৫
70.	China(চায়না)	৯৫
71.	Chininum arsenicosum (চিনিনাম আর্সেনি কোসাম)	৯৭
72.	Chininum sulphuricum (চিনিনাম সালফ)	৯৭
73.	Chloral Hydrate (ক্লোরাম হাইড্রেট)	৯৮
74.	Cicuta virosa (সিকিউটা ভিরোসা)	৯৯
75.	Cimex Acanthia (সাইমেক্স একান্থিয়া)	৯৯
76.	Cinnabaris (সিনাবেরিস)	১০০
77.	Clematis erc (ক্লিমেটিস ইরেক্টা)	১০১
78.	Cobaltum (কোবাল্টাম)	১০২
79.	Coca (কোকা)	১০৩
80.	Coccus-cacti (কক্কাস ক্যাক্টাই)	১০৪
81.	Cocculus Indica (ককুলাস ইন্ডিকা)	১০৫
82.	Cochlearia Armoracea (কচলিরিয়া আরমোরাসিয়া)	১০৫

83.	Coffea Croda (কফিয়া ক্রুডা)	১০৬
84.	Colchicum Autumnale (কলচিকাম অটামনেল)	১০৭
85.	Colocynthis (কলোসিন্থ)	১০৮
86.	Conium (কোনিয়াম)	১০৯
87.	Copaiva officinalis (কোপেভা অফিসিন্যালিস)	১১০
88.	Cornus Circinata (কর্ণাস সার্সিনেটা)	১১১
89.	Crocus Sativus (ক্রোকাস স্যাটাইভা)	১১১
90.	Crotalus-horridus (ক্রোটেলাস হরিডাস)	১১২
91.	Croton-tiglium (ক্রোটন টিগলিয়াম)	১১৩
92.	Cubeba officinalis (কিউবেবা অফিসিন্যালিস)	১১৪
93.	Cyclamen Europaeum (সাইক্লোমেন ইউরোপিয়াম)	১১৪
94.	Digitalis (ডিজিটেলিস পারপিউরা)	১১৫
95.	Dioscorea villosa (ডায়োসকোরিয়া)	১১৬
96.	Dulcamara (ডালকামারা)	১১৭
97.	Elaps Corallinus (ইল্যাপ্সকোরা লিনাস)	১১৮
98.	Eugenia jambos (ইউজেনিয়া জ্যাম্বোস)	১১৯
99.	Euphorbium Resinifera (ইউফর্বিয়াম রেসিনিফেরা)	১১৯
100.	Euphrasia officinallis (ইউফ্রেসিয়া অফিসিন্যালিস)	১২০
101.	Fagopyrum Esculentum (ফ্যাগোপাইরাম এস্কিউলেন্টাম)	১২০
102.	Ferrum-iodatum (ফেরাম আয়োডোঁম)	১২১
103.	Ferr-magneticum	১২২
104.	Ferrum Metalicum (ফেরম মেটালিকাম)	১২২
105.	Ferrum-phosporicum (ফেরাম ফসফরিকাম)	১২৩
106.	Formica rufa (ফর্মিকা রুফা)	১২৪
107.	Gelsemium (জেলসিমিয়াম)	১২৫
108.	Ginseng (জিনসেঙ্গ)	১২৬
109.	Graphites (গ্রাফাইটিস)	১২৭
110.	Gratiola officinalis (গ্রাটিউলা অফিসিন্যালিস)	১২৮
111.	Hamamelis Virginica (হ্যামামেলিস ভার্জিনিকা)	১২৯

112.	Helleborus Niger (হেলিবোরাস)	১৩০
113.	Helonius Dioica (হেলোনিয়াস ডায়োয়িক)	১৩১
114.	Hepar-sulphuris (হিপার সালফ)	১৩২
115.	Hippozzenium (হিপোজিনিয়াম)	১৩৩
116.	Hydrastis Canadensis (হাইড্রাস্টিস ক্যানাডেন্সিস)	১৩৩
117.	Hydrophobin (হাইড্রোফোবিনাম বা লাইসিন)	১৩৪
118.	Hyoscyamus (হায়োসায়েমাস)	১৩৫
119.	Ignatia (ইগ্নেসিয়া)	১৩৬
120.	Indium Metallicum	১৩৭
121.	Indigo (ইন্ডিগো)	১৩৮
122.	Iodium (আয়োডিয়াম)	১৩৯
123.	Kali-arsenicosum (কেলি আর্স)	১৪০
124.	Kali-bichromicum (ক্যালি বাইক্রোমিকাম)	১৪০
125.	Kali-bromatum (কেলি ব্রোমেটাম)	১৪১
126.	Kali-Carbonicum (ক্যালি র্কাবোনিকাম)	১৪২
127.	Kali-Chlor (ক্যালি ক্রোরেটাম)	১৪৩
128.	Kali-iodatum (ক্যালি আয়োডেঁটাম)	১৪৪
129.	Kali-nitricum (ক্যালি নাইট্রিকাম)	১৪৫
130.	Kali-phosphoricum (ক্যালি ফসফরিকাম)	১৪৬
131.	Kali-sulphuricum (ক্যালি সালফিউরিকাম)	১৪৭
132.	Kalmia latifolia (ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া)	১৪৮
133.	Kreosotum (ক্রিয়োজোটাম)	১৪৯
134.	Lac-caninum (ল্যাক ক্যানাইনাম)	১৫০
135.	Lachesis (ল্যাকেসিস)	১৫০
136.	Lactuca Virosa (ল্যাকটিউকা ভিরোসা)	১৫২
137.	Laurocerasus (লরোসারেসাস)	১৫২
138.	Lecithin (লেসিথিন)	১৫৩
139.	Ledum pal (লিডামপাল)	১৫৪
140.	Lilium-tiginica (লিলিয়ামটিগ)	১৫৫
141.	Lithum-carbonicum (লিথিয়াম কার্বোনিকাম)	১৫৬

142.	Lycopodium (লাইকোপডিয়াম)	১৫৭
143.	Mancinella Venenata (ম্যানসিনেলা ভেননাটা)	১৫৮
144.	Manganum Aceticum (ম্যাঙ্গেনাম এসেটিকাম)	১৫৯
145.	Magnesia-carbonica (ম্যাগ্নেসিয়া কার্বোনিকা)	১৬০
146.	Magnesia-muriatica (ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা)	১৬০
147.	Magnesia-sulphurica (ম্যাগ্নেসিয়া সালফিউরিকা)	১৬১
148.	Medorrhinum (মেডোরিনাম)	১৬২
149.	Menyanthes Trifoliata (মিনিয়্যান্থিস-ট্রাইফোলিয়েটা)	১৬৩
150.	Merc-corrosivus (মার্ক-কর)	১৬৩
151.	Merc-cyanatus (মার্ক সাইয়েনেটাস)	১৬৫
152.	Mercurius vivus (M.S) (মার্ক-সল)	১৬৫
153.	Mezereum (মেজেরিয়াম)	১৬৬
154.	Morphinum salts (মর্ফিনাম সল্টস)	১৬৭
155.	Moschus Moschiferum (মস্কাস মস্কিফেরাম)	১৬৮
156.	Mygale lasiodora (মাইগেল ল্যাসিয়োডোরা)	১৬৮
157.	Myrica Cerifera (মাইরিকা সেরিফেরা)	১৬৯
158.	Naja cob (ন্যাজা কোব্রা)	১৭০
159.	Natrum-arsenicum (নেট্রাম আর্সেনিকাম)	১৭০
160.	Natrum-carbonicum (ন্যাট্রাম কার্বোনিকাম)	১৭১
161.	Natrum-Hypochlorosum (নেট্রাম- হাইপোক্লোরোসাম বা ক্লোরেটাম)	১৭৩
162.	Natrum-muriaticum (নেট্রাম মিউর)	১৭৩
163.	Natrum-phosphoricum (নেট্রাম-ফস)	১৭৫
164.	Natrum-sulphuricum (নেট্রাম সালফ)	১৭৬
165.	Niccolum Metallicum (নিকোলাম মেটালিকাম)	১৭৭
166.	Nuphar luteum (নুফা লুটিয়াম)	১৭৮
167.	Nux-moschata (নাক্স মস্কেটা)	১৭৯
168.	Nux-Vomica (নাক্স ভূমিকা)	১৮০
169.	Oleum Animale (ওলিয়াম অ্যানিমেল)	১৮১
170.	Onosmodium (ওনোসমোডিয়াম)	১৮২

171.	Opium (ওপিয়াম)	১৮৩
172.	Osmium metalicum (ওসমিয়াম মেটালিকাম)	১৮৪
173.	Palladium Metallicum (প্যালাডিয়াম মেটালিকাম)	১৮৫
174.	Paris quadrifolia (প্যারিস- কোয়াড্রিফোলিয়া)	১৮৫
175.	Petroleum (পেট্রোলিয়াম)	১৮৬
176.	Phosphorus (ফসফরাস)	১৮৮
177.	Physostigma (ফাইজসটিগমা)	১৮৯
178.	Phytolacca (ফাইটোলাক্কা)	১৯০
179.	Platinum met (প্লাটিনাম মেট)	১৯১
180.	Plumbum metallicum (প্লাম্বাম মেট)	১৯২
181.	Psorinum (সোরিনাম)	১৯৩
182.	Pulsatilla nigricans (পালসেটিলা নাইগ্রীকেন্স)	১৯৪
183.	Rhododendron (রডোডেন্ড্রন)	১৯৫
184.	Rhus-tox (রাসটক্স)	১৯৬
185.	Ruta gravolens (রুটা গ্র্যাভি)	১৯৭
186.	Sabadilla officinalis (স্যাবাডিলা অফিসিন্যালিস)	১৯৮
187.	Sabina officinalis (স্যাবাইনা অফিসিন্যালিস)	১৯৯
188.	Sangunaria-canadensis (স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস)	২০০
189.	Sanicula (স্যানিকিউলা)	২০০
190.	Sarsaparilla (সার্সাপ্যারিলা)	২০১
191.	Secale cornutum (সিকেলকর)	২০২
192.	Selenium (সেলেনিয়াম)	২০৩
193.	Senega officinalis (সেনেগা অফিসিন্যালিস)	২০৪
194.	Sepia (সিপিয়া)	২০৫
195.	Silicea (সাইলেসিয়া)	২০৭
196.	Sinapis-nigra (সিনাপিস নাইগ্রা)	২০৮
197.	Spigelia Anthelmia (স্পাইজেলিয়াএনথেলমিয়া)	২০৯
198.	Spongia tosta (স্পঞ্জিয়া)	২০৯
199.	Stannum met (স্ট্যানাম মেট)	২১০
200.	Stramonium (স্ট্রামোনিয়াম)	২১১

201.	Staphisagria (স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়)	২১২
202.	Sulphur (সালফার)	২১৩
203.	Sumbulus moschata (সাম্বিউলাস মস্কাটা)	২১৫
204.	Tabacum (ট্যাবেকাম)	২১৬
205.	Taraxacum officinalis (ট্যারেক্সেকাম অফিসিনালিস)	২১৭
206.	Tarentula hispanica (ট্যারেন্টুলা হিস্প্যানিয়া)	২১৭
207.	Tellurium (টেলিউরিয়াম)	২১৯
208.	Teucrium (টিউক্রিয়াম)	২১৯
209.	Theridion curassavicum (থেরিডিয়ম কিউরেসাভিকাম)	২২০
210.	Thuja (থুজাঅক্সি)	২২১
211.	Tuberculinum (টিউবার কুলিনামবোভি)	২২২
212.	Tussilago petasites (টাসিল্যাগো পেটাসাইটিস)	২২৩
213.	Uranium nit (ইউরিনিয়াম নাইট)	২২৩
214.	Ustilago Maydis (অ্যাস্টিল্যাগো মেডিস)	২২৪
215.	Valeriana off (ভ্যালেরিয়ানা অফিসিনালিস)	২২৫
216.	Verat-alb (ভেরেট্রাম অ্যাল্বাম)	২২৬
217.	Viola-tricolor (ভায়োলা ট্রাইকলার)	২২৬
218.	Zincum metallicum (জিঙ্কামমেট)	২২৭

পুরুষের যৌন জীবনের যা জানতে হবে

যৌন দুর্বলতায় পুরুষ রোগীকে যে সকল প্রশ্ন করতে হবে-

১। রোগী বিবাহিত হলে সঙ্গম দিয়ে শুরু করতে হবে।

(ক) কতদিন পর পর সঙ্গম করেন?

(খ) এক এক রাত্রিতে বা ২৪ ঘণ্টায় কতবার সঙ্গম করেন? সঙ্গমের মাঝে সময়ের ব্যবধান কত?

(গ) এক দিনে একাধিক বার সঙ্গম করলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বারের স্থায়িত্ব আলাদা করে জানতে হবে। শুধু একবার হলেও তার স্থায়িত্ব জানতে হবে।

(ঘ) সঙ্গমের স্থায়িত্বের পরিমাণ জানতে সঙ্গম চলা কালে লিঙ্গ কতবার প্রবেশ ও বের করতে পারে (পার মিনিট ৬০বার)।

২। রোগী অবিবাহিত হলে:

(ক) আপনার যৌন দুর্বলতা কি করে বুঝতে পারলেন?

(খ) কখনো কি সঙ্গম করেছেন? করে থাকলে তার বিস্তারিত বিবরণ দিন।

(গ) অবিবাহিত রোগীদের স্থায়িত্ব যদি কম থাকে তাহলে বুঝতে হবে সঙ্গমের পরিবেশগত অবস্থা বা ভয়।

৩। বিবাহিত রোগীদের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সহাবস্থান:

(ক) উভয়ে কি একই সাথে থাকেন?

(খ) স্বামী স্ত্রী দূরে থাকলে কতদিন পর পর সাক্ষাত (সঙ্গম) হয়?

(গ) অনেক দিন পর সাক্ষাত হলে, যে কয়দিন একত্রে থাকেন প্রত্যেক দিন সঙ্গম করা সম্ভব হয় কিনা?

(ঘ) মাঝে একত্রে যে কয় দিন থাকেন তার প্রথম দিন, শেষ দিন ও মাঝের দিনের সঙ্গমের সংখ্যা ও স্থায়িত্বকাল ভালো ভাবে জেনে নিতে হবে।

(ঙ) স্বামী স্ত্রী দূরে থাকলে সঙ্গমের প্রথম ১/২ দিন স্থায়িত্বকম হয় বা হওয়া স্বাভাবিক।

(চ) স্বামী স্ত্রী দূরে থাকার কারণে যখনই একত্র হয় তখন সাধারণত বেশি মাত্রায় সঙ্গম হয়। যার ফলে কয়েক দিন পর স্থায়িত্ব, কামভাব ও লিঙ্গোচ্ছ্বাস কমে আসে।

(ছ) উভয়ে অনেক দিন পর একত্র হলে প্রথম দিনের পর সঙ্গমের স্থায়িত্ব ও লিঙ্গোচ্ছ্বাস ভালো হলে বুঝতে হবে প্রথম ও শেষের যে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয় তা শুধু উভয়ের দূরে থাকার কারণে।

(জ) নিয়মিত একই সাথে বসবাস, নিয়মিত সঙ্গম করার পরও স্থায়িত্ব, লিঙ্গোচ্ছ্বাস, কামভাব কম থাকে কিনা?

৪। লিঙ্গোচ্ছ্বাস:

(ক) আপনার লিঙ্গ শক্ত হয় কিনা/ দাঁড়ায় কিনা?

(খ) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, ভোর হতে ভোর রাত পর্যন্ত কোন সময় লিঙ্গ বেশি উত্তেজিত হয়?

(গ) সকালে দাঁড়ালে বা হাঁটলে লিঙ্গ শক্ত হয় কিনা?

(ঘ) বিকালে, বিকালে বসে থাকলে লিঙ্গ শক্ত হয় কিনা?

(ঙ) রাতে, রাতে যখন বিছানা গরম হয় বা রাত দুইটায় লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় কিনা?

(চ) সঙ্গমের পর পুনরায় লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় কিনা? কতক্ষণ পর পুনরায় উত্তেজিত হয়?

(ছ) লিঙ্গোত্থানের স্থায়িত্ব কম না বেশি।

(জ) লিঙ্গোত্থান অনেকক্ষণ থাকলে তা কখন হয়, সকালে না রাতে।

(ঝ) কাশি, হাঁচি দিলে আপনার লিঙ্গোত্থান হয় কি?

(ঞ) আপনার লিঙ্গোত্থান কি থেমে থেমে হয়?

(ট) অতি সহজেই কি লিঙ্গোত্থান হয় বা অত্যধিক লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় কিনা?

(ঠ) শুক্রপাতের পর লিঙ্গ নিস্তেজ হয়ে আবার কি শক্ত হয়?

(ড) একটু পরপর বা পুনঃপুন লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় কি? কখনো কি খাবার পর বার বার হয়?

(ঢ) কোন কাজ কর্ম করার সময় কি আপনার লিঙ্গোত্থান হয়?

(ণ) সঙ্গম ইচ্ছা ব্যতীত লিঙ্গোত্থান হয় কিনা? এ অবস্থা কি কখনো সকালে দেখেন?

(ত) ঘুমের মধ্যে উত্তেজনা হয় কি? জাগ্রত হলে কি উত্তেজনা থাকে?

(থ) পায়খানা প্রসাবের সময় উত্তেজনা হয় কি?

(দ) লিঙ্গোচ্ছ্বাস হলে তখন লিঙ্গ শক্ত হয় কি?

(ধ) খাবার সময় লিঙ্গোত্থান হয় কি?

(ন) তীব্র লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় কি? হলে তা সকালে না সন্ধ্যায়?

৫। অসম্পূর্ণ লিঙ্গোচ্ছ্বাস:

(ক) আপনার লিঙ্গ সম্পূর্ণ শক্ত না হয়ে অসম্পূর্ণ লিঙ্গোচ্ছ্বাস কখন হয়? সকালে, দুপুরে, সঙ্গমের সময় বা শয়ন কালে?

৬। ব্যথাযুক্ত লিঙ্গোচ্ছ্বাস:

(ক) ব্যথাযুক্ত লিঙ্গোচ্ছ্বাস কখন- সকালে, সন্ধ্যায়, রাতে? রাতেহলে শুধুই কি রাতেনা রাতেসঙ্গম করলে?

(খ) ব্যথাযুক্ত লিঙ্গোচ্ছ্বাস সঙ্গমের পূর্বে, সঙ্গমের সময়ে, সঙ্গমের পরে?

৭। লিঙ্গোচ্ছ্বাসের অভাব:

(ক) কখন হয় না- ভোর হতে ভোর রাতের মধ্যে কোন সময় একেবারেই উত্তেজনা হয় না?

(খ) কতদিন যাবত লিঙ্গোচ্ছ্বাস হচ্ছে না?

(গ) লিঙ্গ উত্তেজিত হয়ে পরক্ষণেই শিথিল হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায় কি?

(ঘ) বীর্যপাতের পূর্বে কয়েক বার লিঙ্গোচ্ছ্বাস নষ্ট হয়ে যায় কি?

(ঙ) প্রবল কামেচ্ছা থাকা সত্বেও লিঙ্গ শক্ত করা যায় না এমন হয় কি?

(চ) সঙ্গম চলাকালীন হঠাৎ লিঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায় কি?

৮। কামেচ্ছা:

(ক) আপনার কামের আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা বেশি না কম? বেশি হলে কখন বেশি হয়-
সকালে, বিকেলে, রাতে?

(খ) সব রকমের কামের ইচ্ছা পূরনের জন্য হস্তমৈথুন করে আপনার ভিতর পাগলামী ভাব চলে আসে কিনা?

(গ) বীর্যপাতের পর কি আপনার কামেচ্ছা বেড়ে যায়?

(ঘ) বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অনেক বেশি কামেচ্ছা হয় কিনা।

(ঙ) খাওয়ার পরে আপনার কাম ইচ্ছা জাগ্রত হয় কিনা?

(চ) আপনার মনে কামের ইচ্ছা আছে কিন্তু লিঙ্গোচ্ছ্বাস হয় না, এরকম হয় কি?

(ছ) কাম ইচ্ছা জাগ্রত হলে কি সহজেই লিঙ্গোত্তেজনা দেখা দেয় ? দেখা দিলে সাথে কোন রস জাতীয় কিছু বের হয় কি?

(জ) ঘুমানোর পরে আপনার মনে কাম ইচ্ছা জাগ্রত হয় কি?

(ঝ) কামের ইচ্ছার তীব্রতা অনেক বেশি কিনা? এত বেশি যে কামের জন্য পাগল হয়ে যান আর এ সময় আপনার শরীরে কোন কম্পন শুরু হয় কিনা?

(ঞ) আপনার মনে কামের কোন ইচ্ছাই হয় না এরকম হয় কিনা?

(ট) মোটা লোকের কামেচ্ছা হয় না, এরকম সমস্যা আছে কিনা?

৯। বীর্য:

(ক) আপনার শুক্রস্রাব রক্তাক্ত কিনা?

(খ) আপনার শুক্রস্রাব ঠাণ্ডা কিনা?

(গ) আপনার শুক্রস্রাব প্রচুর পরিমাণে হয় কিনা?

(ঘ) সঙ্গমের পরে প্রচুর শুক্রস্রাব হয় কি?

(ঙ) আপনার শুক্রস্রাব পাতলা না গাঢ়?

(চ) আপনার শুক্রস্রাবের গন্ধ কেমন?

১০। কারণ:

(ক) হস্তমৈথুন- বর্তমান, অতীত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।

(খ) সমকামি ও অন্য কোন প্রাণির সাথে কখনো সঙ্গম করেছেন কি?

(গ) স্বপ্নদোষ হয় কি? হলে স্বপ্নদোষের বর্তমান ও পূর্বের অবস্থা জানতে হবে।

(ঘ) শুক্রমেহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।

(ঙ) প্রস্টেটিট রসক্ষরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।

(চ) স্বামীর তুলনায় স্ত্রীর বয়স বেশি কিনা জানতে হবে।

(ছ) স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মহিলার সাথে সঙ্গম করলে ।

(জ) অধিক সঙ্গম।

(ঝ) অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ।

(ঞ) কোন নেশা করলে বা অতিরিক্ত নেশার কারণে।

(ট) অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম।

(ঠ) অতিরিক্ত উত্তেজক ওষুধ দিয়ে সঙ্গম করা।

(ড) দীর্ঘদিন সঙ্গম থেকে বিরত থাকলে।

(ঢ) কোন রোগ চাপা পরার কারণে।

(ণ) যৌনক্ষুধা চেপে রাখার ফলে।

১১। রোগগত কারণ:

(ক) ঘন প্রস্রাবের কোন সমস্যা আছে কিনা?

(খ) কখনো গনোরিয়া হয়েছিল কিনা? সিফিলিসের কোন সমস্যা আছে কিনা?

(গ) কখনো যক্ষ্মা হয়েছিল কি?

(ঘ) পেটে গোলযোগ ও কোষ্ঠবদ্ধতা আছে কিনা?

১২। বীর্যপাত:

(ক) আপনার বীর্যপাত কি দ্রুত হয় না দেরিতে হয়? না অতিদ্রুত হয়?

(খ) আপনার বীর্যপাত কি কষ্টকর? বা যাতনাকর?

(গ) আপনার বীর্যপাত সঙ্গম কালে হয় না এমন কোন সমস্যা আছে কি?
(ঘ) আপনার বীর্যপাত অতি বিলম্বে হয় কি? বা অসম্পূর্ণ থাকে কি?
(ঙ) লিঙ্গোত্থান ব্যতীত কি আপনার বীর্যপাত হয়?
(চ) মলত্যাগ কালে, মূত্রত্যাগের পর কি আপনার বীর্যপাত হয়?
(ছ) আপনার কি পুনঃপুন বীর্যপাত হয়?
(জ) হস্তমৈথুনের পর, লিঙ্গোত্থানের অল্পক্ষণ পরে কি আপনার বীর্যপাত হয়?
(ঝ) শুক্রস্রাব কি পরিমাণে প্রচুর হয়?
(ঞ) স্ত্রী সঙ্গমের পরে কি বীর্যপাত হয়?
(ট) আপনার শুক্রস্রাব কখন হয় রাতে না প্রাতে?
(ঠ) কোঁথ দেওয়ার সময় কি আপনার বীর্যপাত হয়ে যায়?
(ড) লিঙ্গ প্রবেশের পূর্বে বীর্যপাত হয়ে যায় এমন হয় কি?
(ঢ) লিঙ্গ শিথিল অবস্থায় কি আপনার বীর্যপাত হয়?
(ন) স্ত্রীলোককে আদর করলে, স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে, স্ত্রীলোকের সাথে রসালো আলাপ করলে কি আপনার বীর্যপাত হয়ে যায়?
(ত) কল্পনায় বা কোনো উত্তেজনা ব্যতীত কি আপনার বীর্যপাত হয়?
(থ) বৃদ্ধাদের পুনঃপুন বীর্যপাত।
(দ) কোন কিছুতে হেলান দিয়ে থাকলে কি আপনার বীর্যপাত হয়ে যায়?
(ধ) বীর্যপাত কি অসাড়ে হয়ে থাকে?

১৩। স্বপ্নদোষঃ
(ক) আপনার কি স্বপ্নদোষ হয়?
(খ) কতদিন পর পর বা সপ্তাহে কত বার হয়? হলে এক এক রাতে কয় বার হয়?
(গ) স্বপ্ন দেখে হয় না স্বপ্ন না দেখে হয়?
(ঘ) প্রতি রাতে হয় কিনা?

১৪। লিঙ্গের আকৃতিঃ
(ক) আপনার লিঙ্গের আকৃতি কেমন?

১৫।অণ্ডথলির অবস্থানঃ
(ক) আপনার অণ্ডথলি ঝুলে পড়েছে কিনা? এক পাশ না দুই পাশ?

১৬। অণ্ডদ্বয়ের আকৃতিঃ
(ক) আপনার অণ্ডদ্বয় ছোট হয়ে গেছে কিনা?
(খ) অত্যধিক রতিক্রিয়ার পর ছোট হয়ে গেছে কিনা?
(গ) আপনার অণ্ডদ্বয় বড় হয়ে গেছে কিনা?